Re. 1.00
মূল্য ঃ ১টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol : III Issue : II 15th May, 2014 জ্যৈষ্ঠ ১৪২১, বার্ষিক মূল্য - ১০টাকা RNI No. WBBEN/2012/46375

গত ১লা বৈশাখ ১৪২১ মিলনোৎসব উপলক্ষে বক্তব্য রাখছেন শ্রী অমল কর, মঞ্চে উপস্থিত আছেন সংস্থার সহ-সভাপতি শ্রী রাম রমন ভট্টাচার্য।

রবীন্দ্রনাথের ---- " ছোট আমি বড় আমি"

রামরমন ভট্টাচার্য

আমার মধ্যে দুজন আছে। একজনের নাম ছোট আমি, অন্যজনের নাম বড় আমি। ছোট আমি সব সময় নিজের কথা ভাবে। নিজের সুখ, নিজের ভোগ, নিজের স্বার্থ ছাড়া আর সব তার কাছে অর্থহীন। আর বড় আমি ঠিক তার বিপরীত। সে আমি পরের কল্যাণের জন্য । সমষ্টির মঙ্গলের জন্য নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করে, সে ভাবে অন্যের জন্য মরতে পারলেই যথার্থভাবে বেঁচে যায়। ছোট আমি শামুক গুগলির মতো আত্মস্বার্থের শক্ত আবরনের মধ্যে বেঁধে রাখাটাকেই বেঁচে থাকার সার্থকতা বলে বিশ্বাস করে। বড় আমি খোলসটাকে ভেঙে ফেলে বাইরে বেরিয়ে আসাটাকেই ভাবে বেঁচে থাকা। রবীন্দ্রনাথ বলছেন ঃ " মানুষের একটা দিক আছে যেখানে বিষয়বুদ্ধি নিয়ে সে আপন সিদ্ধি খোঁজে। সেইখানে ব্যক্তিগত জীবন যাত্রানির্বাহে তার জ্ঞান, তার কর্ম, তার রচনাশক্তি একান্ত ব্যাপৃত।"

কিন্তু মানুষের আর একটা দিক আছে যা এই বিষয়িকতার বাইরে। যেখানে জীবনযাত্রার আদর্শে যাকে বলি ক্ষতি তাই লাভ, যাকে বলি মৃত্যু তাই অমরতা। .... স্বার্থ আমাদের যে সব প্রয়াসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় তার মূল প্রেরণা দেখি জীবপ্রকৃতিতে, যা আমাদের ত্যাগের দিকে তপস্যার দিকে নিয়ে যায় তাকেই বলি মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম।

এ এক অত্যাশ্চর্য সহাবস্থান। দুই আমি নিরন্তন সংগ্রাম করছে একই অবয়বে অবস্থান করে। রীবন্দ্রনাথ এই নিরন্তর যুদ্ধের নাম দিয়েছেন সাধনা। ছোট আমির যুদ্ধজয়কে বলেছেন মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনা আর বড় আমির বিজয়কে বলেছেন মুক্তি। রবীন্দ্রনাথের এই মুক্ত দেহত্যাগ করে পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য স্বর্গ যাত্রা নয়। মুক্তি আসে এই জীবনে এই জগতে - এখানে স্বার্থমগ্নতা থেকে জেগে উঠে বৃহৎ জগতে বেঁচে থাকার নাম মুক্তি। মনুষ্যত্বের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের অধিবাসী হবার অধিকার অর্জনের নাম মুক্তি। মানুষকে ত্যাগ করে সংসারকে ত্যাগ করে। সংগ্রামকে পরিত্যাগ করে মুক্তির সন্ধান করে ছোট আমি। বড় আমি বলেঃ

আমার মুক্তি সর্বজনের মনের মাঝে
দুঃখ বিপদতুচ্ছ করা কঠিন কাজে।
বিশ্ববার্তার যজ্ঞশালা
আত্মহোমের বহ্নিজ্বালা
জীবন যেন সেই আহুতি মুক্তি আনে।

রবীন্দ্রনাথের বড় আমি অসংখ্য বন্ধনের মধ্যে মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করতে চায়। তাঁর বড় আমি প্রার্থনা করেঃ

হে সংসার
আমাকে বারেক ফিরে চাও, পশ্চিমে যাবার মুখে
বর্জন করো না মোরে উপেক্ষিত ভিক্ষুকের মত।
জীবনের শেষ পাত্র উছলিয়া দাও মোরে।

কে এই বড় মানুষ! তার স্বরূপ কী ! কোথায় তার বসত ! বাউল বলে - সে আমার মনের মানুষ এই মানুষেই আছে সেই মানুষ উপনিষদ বলেন ঃ ভূর্ভুবঃ স্বঃ - এই অখন্ড। এই বিশ্বব্রহ্মান্ডের আদি থেকে অন্তে যিনি আছেন তিনিই সৃষ্ট করেছেন চৈতন্যরূপ এই আমিকে রবীন্দ্রনাথ বলেন ঃ আমাদের ভৌতিক দেহ স্বতন্ত্র পদার্থ নয়।

পৃথিবীর মাটি জল বাতাস উত্তাপ পৃথিবীর ওজন আয়তন গতি সমস্তের সঙ্গে সামঞ্জস্যে এই শরীর; কোথাও তার সঙ্গে এর একান্ত ছেদ নেই। বলা যেতে পারে পৃথিবী মানুষের পরম দেহ। বড় আমি আমার মধ্যে হয়ে বসে নেই। পরম স্রষ্টার সৃষ্টির মত তিনি নিতি নিয়ত বিকশিত হচ্ছেন হয়ে উঠছেন। হয়ে ওঠার নাম মুক্তি।

এক দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।

এই দেব বিশ্বকর্মা মহাত্মা - ইনি সদা জনসমূহের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট। এই উপস্থিতি প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব নয় - এ এক পরম উপলব্ধি মাত্র। একবার এই উপলব্ধিতে যিনি স্থিত হতে পারেন তিনিই হয়ে ওঠেন বড় আমি এবং বলতে পারেনঃ

জেনেছি যে মর্ত্য - কোলে ঘৃণা করি তারে
ছুটির না স্বর্গ আর মুক্তি খুঁজিবারে।

পরিপূর্ণ মানুষ রবীন্দ্রনাথ

জয়ন্ত কুমার ভট্টাচার্য্য

দু-হাজার চোদ্দ বা চোদ্দশ একুশ। যে সালটাই ধরি, আমাদের মনে রাখতে হবে, যে আমরা সেই যুগটায় বাস করছি। আর যুগটা খুব সরল নয়। যথেষ্ট জটিল। মানি বা না মানি, আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে আমরা যে যুগটায় বাস করছি। সেটা ব্যাতীক্রমী। কার্ল মার্কস এর ভাষায় আমরা বলতে পারি যে পৃথিবীতে সবকিছুরই পরিবর্তনশীল। ব্যক্তি, সময়, সমাজ-সবই পরিবর্তিত হয়, এবং এই পরিবর্তনকে স্বীকার করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। ব্যক্তি, সময় সমাজ মিলিয়ে যায়। থাকে শুধু সৃষ্টি। আর যুগের পর যুগ এই সৃষ্টি গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। তাই আজও আমরা রামায়ণকে গ্রহণ করি। মহাভারতকে গ্রহণ করি। উপনিষদকে গ্রহণ করি। এই সব সৃষ্টি উৎপত্তির থেকে আজ পর্য্যন্ত ব্যক্তি, সময় সমাজ বহু পরিবর্ত্তনের সাক্ষী হয়েছে। কিন্তু এই সব সৃষ্টির গ্রহণযোগ্যতা একই আছে।

একশ বছর আগের কথা ভাবা যাক্। উনিশ শ তের অথবা বাংলা তেরশ উনিশ । তখন ও পরিবর্তন ছিল, কিন্তু এত ক্ষিপ্র ছিল না। একটা জিনিস পুরানো হতে সময় লাগত, আর খুব পুরানো হয়ে গেলেও তাকে পরিত্যাগ করতনা।

পুরানো জিনিসকে মানুষ পরিত্যাগ করতনা কারণ সেটাই মানুষ শিখত। প্রবাদ আছে, 'তুমি যাকে রাখ, সে তোমায় রাখে' আমি যাকে ভালবাসি, সে আমাকে ভালবাসবেই। " যাদৃশি যা দৃশি শ্রদ্ধা, সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"। যেখানে শ্রদ্ধা, সেখানেই সিদ্ধি। যেখানে ভালবাসা, সেখানেই জ্ঞান। স্বার্থপরতার মধ্যে শ্রদ্ধা ও থাকেনা, জ্ঞান ও থাকেনা।

একশ বছর আগেও পরিবর্ত্তন হত; পরিবর্ত্তনকে স্বীকার করতেন সবাই। মানুষের সহিষ্ণুতার স্তরটা একটু বেশী ছিল তাই তারা মানসিক ভাবে বিপর্য্যস্ত হতেন না। বাংলার মাটিতে তখন যে পরিবর্ত্তনপ্রেমী মানুষটি ঘুরে বেড়াতেন, তিনি হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আশী বছর বেঁচেছিলেন, প্রায় আশী বছর হতে চলল তিনি পৃথিবীর লীলা শেষ করে চলে গেছেন। তাঁর জন্মের সার্ধশতবর্ষ পালন করেছি আমরা - তাও বেশ কয়েকবছর হয়ে গেল। কিন্তু, আজও বাঙালী তথা ভারতবাসীর চলনে, বলনে, মননে, জীবনে একাকার হয়ে আছেন সেই ঠাকুর - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর সমসাময়িক যাঁরা ছিলেন তাঁরা বলতেন গুরুদেব। আর আজ আমরা, যারা শুধুই তাঁর সৃষ্টি নিয়ে বেঁচে আছি, তাদের কাছে তিনি হয়েছেন জীবন দেবতা।

কিন্তু কেন করে কল্পনার জগতের কবি রবীন্দ্রনাথ সমগ্র বাঙালী জাতির মনে হয়ে গেলেন গুরুদেব বা জীবন দেবতা ?

তিনি তো শুধুমাত্র কবি ছিলেন না। তিনি শুধুমাত্র উপন্যাসিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন তাঁরই ভাষায় একজন পরিপূর্ণ মানুষ। একজন পরি পূর্ণ মানুষের যতগুলো গুণ থাকতে পারে ঈশ্বর সেই সবগুলো গুণ দিয়েই তাঁকে পাঠিয়েছিলেন এই গ্রহে। একটা রক্ত-মাংসের মানুষ একটা জীবনে যা সৃষ্টি করলেন, বাস্তব জগতের কোনও মানুষ সমগ্র জীবনে তার ওপর চোখ বুলিয়েও কূল পাবেনা।

প্রায় তিন হাজার গান লিখেছেন; প্রত্যেকটি গানে সুর দিয়েছেন - এমন সুর, যা কোনদিনই পুরানো হবে না

নৃত্যনাট্য রচনা করেছেন, প্রত্যেকটি চরিত্রের নৃত্যশৈলী ঠিক করে দিয়েছেন তিনি। সু-বক্তা, অতুলনীয় প্রবন্ধকার। বলা যেতে পারে ভারতীয় চিত্রশিল্পে আধুনিকতার ছোঁওয়া প্রথম টানেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। একই মানুষ পৃথিবীর দুটো রাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত রচনা - এওতো পৃথিবীতে আর পাওয়া যায় না।

একটা মানুষের মধ্যে এত গুণ, পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। হয়তো কেউ খুব ভাল গান লেখেন, কেউ ভাল নাটক লেখেন। কেউ হতে পারে খুব ভাল বক্তা বা গায়ক বা চিত্রশিল্পী। কিন্তু একজন মানুষ একাধারে এতগুলো গুণের অধিকারী - এটা পৃথিবীতে আর কটা আছে তা গুণতেও শুরু করা যাবে না। আর এই প্রকৃত মানুষটার মধ্যে কতগুলো গুণ আছে, তা গুণে শেষ করা যাবে না।

আমরা যতই আধুনিক - আধুনিক চিৎকার করি, আসলে আমরা আধুনিকতা ব্যাপারটাই ভাল করে জানিনা। এমনকি, আমরা সাধারণ মানুষ উচ্ছৃঙ্খলতাকেই আধুনিকতার মানদন্ড বলে স্বীকার করি। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে, আমরা যতই আধুনিক হই, রবীন্দ্রনাথেরমত আধুনিক আমরা কোনওদিনই হতে পারব না।

রবীন্দ্রনাথ শুধু একজন ব্যক্তি নন, রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন একটা আদর্শ, একটা চেতনা। আজকের সামাজিক অস্থিরতার যুগে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কথাই আমাদের শান্তির পথ বলে দেবেঃ

"শুণ্য করিয়া রাখ তোর বাঁশী
বাজাবার যিনি বাজাবেন আসি।"

১লা বৈশাখ অনুষ্ঠিত মিলনোৎসবের বিবরণ

১লা বৈশাখ ১৪২১ মঙ্গলবার(১৫ই এপ্রিল ২০১৪) জয় ইউনিয়নের সাথে যৌথ উদ্যোগে মিলনোৎসবের আয়োজন করা হয়। ঐদিন বিকাল ৫টায় সংস্থার দ্বিতলে বিমল চ্যাটার্জী অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন শ্রী পেলব মুখার্জী। শ্রীমতী প্রভাতী খাস্তগীর এর উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়।

আমাদের জানা মত বিগত বছরে জয়ার শ্রমিক সহ আমাদের সদস্যদের মধ্যে যারা প্রয়াত হয়েছেন তারা হলেন কমরেড হরিদাস মালাকার, কমরেড মনোজ প্রতীম গাঙ্গুলী, দিলীপ চক্রবর্তী, বৈদ্যনাথ চৌধুরী, অসীম ভট্টাচার্য, যতীন পাল, চিত্ত সরকার চৌধুরী, মনোজ দে, যাদব ঘোষ, মদন মোহন গুপ্ত, শ্যামলী গুপ্ত, ধীরেন সিনহা ও নকুল হালদার প্রমুখ, এছাড়াও কেউ প্রয়াত হয়ে থাকলে তাদের স্মৃতির প্রতিও শ্রদ্ধা জানিয়ে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্র এবং উপস্থিত সকলে দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন করেন।

সভাপতি শ্রী পেলব মুখার্জী উপস্থিত সকলকে নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন দীর্ঘদিন যাবৎ আমরা জয় ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ১লা বৈশাখ মিলনোৎসব পালন করে আসছি। বেথুন ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে বেথুনের সাথে যৌথ উদ্যোগে এই দিনটি পালন করা হচ্ছে। তিনি জয় ইউনিয়নের অতীত ইতিহাস বর্ণনা করেন। ইউনিয়নের কর্মীবৃন্দ সাহস এবং দক্ষতার সাথে যেভাবে কাজকর্ম করেছেন তার বর্ণনা দেন। এখন সকলেরই বয়স হয়ে গেছে এবং অনেকে মারা গেছেন। সেই পরিবেশ পরিস্থিতি এখন নেই। এখানকার কারখানা উঠে গেছে। এখন বাঁশদ্রোণীতে যে কারখানা আছে সেখানে মাত্র ১৪০ জনের মত শ্রমিক আছে।

জয় ইউনিয়ন বার্ষিক ১ টাকার বিনিময়ে বেথুনকে বাড়ীটা ব্যবহার করতে দিয়েছেন। প্রবীণ ব্যক্তিদের সার্বিক কল্যানের উদ্দেশ্য নিয়েই বেথুন ইন্সটিটিউট তৈরী করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই বেথুন কাজ করে যাচ্ছে। প্রবীণ ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান সহ বিভিন্ন ধরনের প্যাথলজিক্যাল টেস্টের ব্যবস্থাও করা হয়। বেঙ্গল ল্যাম্প, রং কল এলাকায় সাপ্তাহিক ক্লিনিক করে সব বয়সের লোকেদের ডাক্তারী পরিষেবা প্রদান সহ প্রাপ্তি সাপেক্ষে বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ করা হয়। প্রবীণ ব্যক্তিদের বিনোদনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তাছাড়া প্রবীণ ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কিভাবে জীবন ধারণ করলে তারা সুস্থ্য থাকবেন সেজন্য বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ডাক্তারদের মাধ্যমে সেমিনার এর আয়োজন করা হয়। তাছাড়া আমাদের বাঁশদ্রোনী অফিসে হোমিও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে সপ্তাহে ২ দিন ২ জন হোমিও ডাক্তার বসেন। মাত্র ১০টাকার বিনিময়ে ডাক্তারী পরিষেবা সহ ওষুধ সরবরাহ করা হয়।

প্রবীণ ব্যক্তিদের কিভাবে আরও পরিষেবা দেওয়া যায় তার জন্য আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি। কাজের লোকের খুব অভাব। বর্তমান পরিস্থিতির কথাও উল্লেখ করেন।

তারপর বক্তব্য রাখেন কবি ও সাহিত্যিক শ্রী অমল কর। সকলকে নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বাংলা নববর্ষের তাৎপর্য ব্যাখা করে নাতিদীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। অতীত দিনে নববর্ষ কিভাবে পালন করা হত তা তুলে ধরেন। বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন আমরা অস্থির পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের দিন অতিবাহিত করছি। অতীতে কোন সময়ই

এধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি। মানুষের কোন নিরাপত্তা নেই। ঘর থেকে বরে হলে ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত পরিবারের লোকজন অস্থিরতার মধ্যে থাকে। বিশেষ করে মেয়েদের অবস্থা আরও খারাপ। কখন যে কি ঘটে যাবে তা কল্পনা করা যায় না। আজ নববর্ষে সকলকে ভাবতে হবে কিভাবে এই পরিস্থিতি থাকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে।

পরবর্তীতে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক আন্দোলনের নেতা ও বিশিষ্ট সমাজ সেবক আমাদের সংস্থার পরিচালন পরিষদের সহ-সভাপতি শ্রী রাম রমন ভট্টাচার্য। তিনি উপস্থিত সকলকে নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। তার আলোচনায় নববর্ষের বিভিন্ন দিক উঠে আসে। বাংলা বছর কখন থেকে শুরু হয়েছে এবং কিভাবে গননা করা হয় তা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন জয় ইউনিয়ন ও বেথুন ইন্সটিটিউট যৌথভাবে আজ এই অনুষ্ঠান করেছে। জয় ইউনিয়ন বেথুন ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই বাড়িটি বেথুনকে দিয়েছে।

জয় ইউনিয়নের অতীত ইতিহাস বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। এখনও তারা যে সমাজ সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছে তার প্রশংসা করেন। বেথুন ইন্সটিটিউট যে ধরনের কাজ করছে তারও প্রশংসা করেন। বর্তমানে আমরা যে দুঃসহ অবস্থার মধ্যে দিয়ে দিন যাপন করছি তা ভাবা যায় না। আমাদের কোন নিরাপত্তা নেই। এই অবস্থা পরিত্রানের রাস্তা আমাদেরই বের করতে হবে।

আলোচনার পর শুরু হয় সঙ্গীতানুষ্ঠান। প্রথমে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রী সুনীল কুমার রায়। এরপর সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রী গৌতম চ্যাটার্জী। সঙ্গীতের পর পরিবেশিত হয় শ্রুতি নাটক 'ছন্দপতন', নাট্যরূপ শ্রী সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। অংশগ্রহণে শ্রী গৌতম রায় চৌধুরী ও শ্রীমতী শিখা রায় চৌধুরী।

পরবর্তীতে একে একে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী প্রভাতী খাস্তগীর, শ্রীমতী শিপ্রা ব্যানার্জী, শ্রীমতী দিপালী রায় ও শ্রীমতী গোপা বোস। সঙ্গীতানুষ্ঠানের পর উপস্থিত সকলকে নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন আমাদের সহ-সভাপতি শ্রী সনৎ লাহেড়ী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

অনুষ্ঠানের শেষে মিষ্টি মুখের ব্যবস্থা করা হয়।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা প্রত্যেক সদস্যকে জানানো যাইতেছে যে ইংরাজী ২০১৪-১৫ সালের জন্য সদস্যপদ পুনঃনবীকরণের কাজ ১লা এপ্রিল ২০১৪ থেকে শুরু করা হয়েছে। আমাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক সদস্যপদ নবীকরণের জন্য ১০/- এবং প্রবীণ বার্তার বার্ষিক চাঁদা বাবদ ১০/- মোট ২০/- জমা দিয়ে সদস্যপদ নবীকরণের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। তা ছাড়া আগামী ৩০শে জুলাই ২০১৪ বুধবার বিকাল ৫.০০ ঘটিকায় সংস্থার দ্বিতলে বিমল চ্যাটার্জী অডিটোরিয়ামে ৯ম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় সকল সদস্য / সদস্যাকে উপস্থিত থাকার জন্য ও অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ২৬শে মে ২০১৪ সোমবার বিকাল ৫.৩০ মিনিটে ৬৯, সুবোধ পার্ক, রায়নগর, বাঁশদ্রোণী, কলকাতা - ৭০-এ নজরুল জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান করা হবে।

শ্রদ্ধার্ঘ

কমরেড সুশীল রায়, সহ-সম্পাদক

জন্ম - ১৯৪১ সাল

মৃত্যু - ২৬শে এপ্রিল ২০১৪

Printed by Intergraphics, Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre. Ph. : 033 2473 9642, 033-2414 7777 and printed at Intergraphics 1/15A, Prince Gulam Md. Road, Kolkata - 700026 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700045, Editor - Sri Dipesh Mitra.